⑤ ক্ষমতা অর্পণ বা Deligation :→ ও ক্ষমতা হস্তান্তর বা Devolution :→

⇒ প্রশাসনের একটি মৌলিক উপাদান হল সংগঠন, সংগঠন হল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমবায়। জনপ্রশাসনবিদ গণ সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি বিশ্বজনীন নীতির কথা বলেন। যার মধ্যে অন্যতম হল ক্ষমতা অর্পণ বা Deligation এটি একটি প্রচলিত পদ্ধতি। যে কোনো আনুষ্ঠানিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হল ক্ষমতা অর্পণ, ক্ষমতা হস্তান্তর বা Devolution।

অধ্যাপক জেমস মুনে বলেছেন, ক্ষমতা অর্পন হল উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা নিম্নতম কর্তৃপক্ষকে ন্যস্ত করা, আবাস্থি ও মাহেশ্বরীর ভাষায়, ক্ষমতা অর্পণ হল ক্ষমতা হস্তান্তরের আর এক নাম, একজন দক্ষ ব্যক্তি তাঁর তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার সাপেক্ষে তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিকে বা কর্তৃপক্ষকে তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। একেই বলে ক্ষমতা হস্তান্তর বা অর্পণ। অধ্যাপক টেরি, তাঁর Principles of Management গ্রন্থে, প্রোফেসরের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হতে পারেননি, তাঁর মতে, ক্ষমতা অর্পণ শুধু উপর স্তর থেকে নীচের স্তরেই হয় না, এটি নীচের থেকে উপরের স্তরেও অর্পিত হতে পারে, অথবা একই স্তরের মধ্যেও হতে পারে, অতএব ক্ষমতা অর্পণ প্রক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। — ১) নিম্নাভিমুখী, ২) উর্দ্ধাভিমুখী, ৩) পার্শ্বাভিমুখী। আবার, মুনে, পরিমাণগতদিক দিয়েও ক্ষমতা অর্পণকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। — ১) পূর্ণ অথবা আংশিক, ২) শর্তসাপেক্ষ বা নিঃশর্ত, ৩) আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক, ও ৪) প্রত্যক্ষ বা মধ্যবর্তী।

ক্ষমতা অর্পণের অনেক সুবিধা আছে, যথা — প্রত্যেক স্তরের সঠিক ব্যবহার, কর্মীদের স্বাধীনতা ও উন্নতি, কর্মীদের মনোন্নয়ন ঘটে, সঠিক নিয়ন্ত্রণের অনুসন্ধান, প্রভৃতি,

তেমনি বলা যায়, ক্ষমতা অর্পণের কিছু অসুবিধা আছে, যথা — কার্যকরী পদ্ধতির অভাব, যোগাযোগের অসুবিধা, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ।

পরিশেষে বলা যায়, প্রশাসনিক কার্যাবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ক্ষমতা অর্পণ, অনেকের মতে, ক্ষমতা অর্পণ ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়টি এক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা অর্পণ ও ক্ষমতা হস্তান্তর — এই দুটিই বিষয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

—— * ——